দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া
রবিবার
১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১ ডিসেম্বর ২০২৪

ভারতীয় গণমাধ্যমের ভূমিকা স্বাভাবিক সম্পর্কের সহায়ক নয় : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

NORTH SOUTH UNIVERSITY LIBRARY
SEEK KNOWLEDGE
NORTH SOUTH UNIVERSITY
1992

ইত্তেফাক রিপোর্ট

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, 'ভারতীয় গণমাধ্যমের যে ভূমিকা তা কোনো অবস্থাতেই দুটি দেশের স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক না। এটা কেন করছে, তারা ভালো বলতে পারবে।'

গতকাল শনিবার ঢাকায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক : প্রত্যাশা, প্রতিবন্ধকতা এবং ভবিষ্যৎ' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো হঠাৎ করেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভয়ংকরভাবে লেগে পড়েছে। বর্তমান অবস্থায় আমাদের গণমাধ্যমেরও একটা ভূমিকা নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। আমি বলছি না যে ভারতীয় গণমাধ্যমকে অনুসরণ করুন, বরং ভারতীয় গণমাধ্যমে যেসব মিথ্যাচার হচ্ছে সেগুলোকে তুলে নিয়ে আসুন। এখন সত্য-মিথ্যা যাচাই করা যায়। ফ্যাক্ট পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চেকে এটা কিন্তু প্রমাণিত যে, অনেকগুলো বক্তব্যই তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা দিচ্ছে। সেগুলোকে আমাদের গণমাধ্যম আরেকটু শক্তভাবে উত্থাপন করতে পারে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে যখন বিবৃতি, প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয় সেটি প্রথম পাতায় আসা উচিত, ভেতরের পাতায় নয়। এটা আমি মনে করি, বলছি না অবশ্যই প্রথম পাতায় দেবেন।

মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, 'দুই দেশের সম্পর্ক তো আর এক দিনের না। সব সময় একরকম যাবে এমনও কথা নেই। আমরা আশাবাদী হতে চাইব যে, আমরা একটা ভালো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারব, যাতে করে দুই পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। আমার মনে হয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক এমন হবে যেন উভয় দেশেরই স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। এক দিকে যেন না যায়।' তিনি বলেন, '৫ আগস্টের আগে ভারতের সঙ্গে এক রকম সম্পর্ক ছিল, এখন আরেক রকম। এটাই হলো বাস্তবতা। এই বাস্তবতার নিরিখেই আমাদের ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বিনির্মাণ করতে হবে। আমরা কারো জন্য হুমকি নই। কেউ আমাদের জন্য হুমকি হোক এটা আমরাও চাই না। সব দেশের সঙ্গেই আমরা ভালো সম্পর্ক রক্ষা করতে চাই।'

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, 'পূর্ববর্তী সরকার তাদের (ভারতের) উদ্বেগ যথাসাধ্য সমাধানের চেষ্টা করেছে। আমাদেরও উদ্বেগ ছিল, তবে সেগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।' তিনি বলেন, 'আমাদের পানি সমস্যা আছে, সীমান্ত হত্যা আছে। তিস্তা নিয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি। আমরা চাইব অগ্রগতি হোক। পৃথিবীর অনেক দেশ আছে, সীমান্ত আছে; এমন সীমান্ত হত্যা হয় না। আমি বরাবরই সামনা-সামনি বলেছি কোনো অবস্থাতেই সীমান্তে হত্যা গ্রহণযোগ্য না। এই সীমান্ত কিন্তু যুদ্ধরত না। অথচ এখানে মানুষকে গুলি করে মারা হয়। পৃথিবীর কোথাও আর এরকম নেই। কাজেই ভারতকে অবশ্যই এই জিনিসটা দেখতে হবে। এটি একটি শক্ত প্রতিবন্ধকতা এবং সহজেই দূর করা সম্ভব। সীমান্তে অপরাধ হতেই পারে, তাই বলে কোনো সীমান্তে গুলি করে মারার কোনো যুক্তি নেই। যদি অপরাধ করে থাকে, তাকে ধরুন, নিজের দেশের আইনেই বিচার করুন।'

তিনি বলেন, 'সবচেয়ে বড় প্রশ্ন কিন্তু জাতীয় ঐক্য। যেখানে আমাদের জাতীয় স্বার্থ আছে সেখানে জাতীয় ঐকমত্য থাকতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই আমার মনে হয়েছে, জাতীয় ঐক্য না থাকার কারণে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। আমি কোনো নির্দিষ্ট দলের কথা বলছি না, দেখা গেছে সরকারি দল একটি কথা বলেছে, আর জাতীয় স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনায় না নিয়েই বিরোধী দল তার বিরোধিতা করেছে। এটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।'

তৌহিদ হোসেন বলেন, 'আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা থাকবেই। শক্তিমানরা এ চেষ্টা করবেই। সেটা যাতে না পারে সেজন্য কী আমরা আমাদের ঘর গোছাচ্ছি? আপনারা একটু চিন্তা করে দেখবেন। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হতে হবে সক্ষমতা বাড়ানো। প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে আমি বলব, বিদেশে আপনারা স্থানীয় রাজনীতিতে জড়িত হন। ভারতীয়রা কিন্তু জড়িত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে সে কারণে ভারতীয় প্রভাব বেশি। আমাদেরও এটা করতে হবে।'

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল হান্নান চৌধুরীর সভাপতিত্বে গোলটেবিল বৈঠকে আরো বক্তব্য দেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সাবেক প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান রিপন, এবি পার্টির যুগ্ম সদস্যসচিব ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, সাবেক কূটনীতিক সাকিব আলী, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবদুর রব এবং এসআইপিজির পরিচালক অধ্যাপক শেখ তৌফিক এম হক। সঞ্চালনায় ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এম জসিম উদ্দিন।